বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

প্রকাশক: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

প্রকাশকাল: ১২ অক্টোবর ২০২৩

পরিচালক মিনার মনসুর কর্তৃক গ্রন্থভবন ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

যোগাযোগ:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮২; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১
E-mail: granthakendro.org@gmail.com
web: www.jgk.gov.bd

মুখবন্ধ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থকেন্দ্রের বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাসঙ্গিক তথ্যের চাহিদা এতে পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসনসহ যারা নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন -এ সুযোগে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার জন্য শুভ কামনা।

মিনার মনসুর
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি	১
২.	পটভূমি	২
৩.	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	২
৪.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
৫.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যাবলি	২
৬.	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল	৩
৭.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি	৪
৮.	বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন	৫
৯.	বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি	৯
১০.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান	৯
১১.	পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান	৯
১২.	দিবস উদযাপন ও আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন	৯
১৩.	জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন	১২
১৪.	বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১৩
১৫.	আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ	১৩
১৬.	গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম	১৫
১৭.	জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন	১৬
১৮.	অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ	১৬
১৯.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম	১৭
২০.	বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন	১৯
২১.	ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ	২২
২২.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান	২৩
২৩.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা	২৩

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচিতি

পটভূমি

'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ'। ১৯৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭নং আইন হিসেবে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ (সতের) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

রূপকল্প

গ্রন্থমনস্ক আলোকিত মানুষ।

অভিলক্ষ্য

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির আলোকিত সমাজ গঠন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. জ্ঞান ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করা;
২. সাহিত্যমনস্ক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি ও সমাজ গঠন করা;
৩. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারিভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনে জনসাধারণকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
৪. বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রচার, প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৫. লেখক, কবি ও সাহিত্যিককে তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করা;
৬. পুস্তক বা গ্রন্থের প্রকাশ, প্রকাশনা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
৭. বইমেলাকে দেশ ও দেশের বাইরে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া;
৮. সর্বসাধারণের মধ্যে লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও তাদের প্রকাশিত পুস্তক বা গ্রন্থের পরিচিতি বাড়ানো;
৯. জনসাধারণকে গ্রন্থ পাঠে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যাবলি

১. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সৃজনশীল প্রকাশনাকে উৎসাহিতকরণ ও পাঠক সৃষ্টি করা।
২. গ্রন্থন্নোয়নে পাঠ সামগ্রীর উপর গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা।
৩. বই বা গ্রন্থ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা ও তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৪. আন্তর্জাতিক/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করা।
৫. গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়ন ও জনসাধারণের মধ্যে পাঠ সচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬. বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আর্থিক অনুদান ও বই প্রদান করা।
৭. বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৮. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রন্থবিষয়ক সেমিনার/মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা।
৯. ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বই' প্রকাশ করা।
১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষ দিবস উদযাপনের আয়োজন করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জনবল

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য মোট ৭৮টি অনুমোদিত পদ নিয়ে সংস্থার জনবল কাঠামোকে পরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালকের দপ্তর, গ্রন্থাগারিকের দপ্তর ও গ্রন্থাগার শাখা, প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও তথ্যপ্রযুক্তি শাখা, প্রচার প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন শাখা, বিক্রয় উন্নয়ন, প্রদর্শনী ও অনুদান শাখা এবং বইমেলা, বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন শাখাসহ মোট ৯টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
পরিচালক	১	১	-
উপপরিচালক	১	-	১
গ্রন্থাগারিক	১	১	-
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	১	-	১
সহকারী পরিচালক	৩	১	২
উপগ্রন্থাগারিক	১	১	-
ফিল্ড অফিসার	১	১	-
বিবলিওগ্রাফী অফিসার	১	১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	-	১
গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	-
প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	-	১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
বিক্রয় উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	১	-
সহকারী গ্রন্থাগারিক	২	১	১
কেয়ারটেকার	১	-	১
প্রদর্শনী সহকারী	১	-	১
কোর্স সেক্রেটারী	১	১	-
হিসাবরক্ষক	২	২	-
সীট লিপিকার কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১	১	-
অভ্যর্থনাকারী	২	২	-
ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-
গবেষণা সহকারী	১	১	-
লাইব্রেরিয়ান	১	-	১
সীট মুদ্রক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	-	১
উচ্চমান সহকারী	৩	১	২
প্রুফ রিডার	১	১	-
ক্যাশিয়ার	১	-	১
স্টার কিপার	১	-	১
ড্রাইভার	৩	-	৩
বিক্রয় সহকারী	১	১	২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রক্ষরিক	৮	২	৬
ফটোকপি অপারেটর	১	১	-
বুক সর্টার	২	-	২
পাঠাগার পরিচারক	৪	২	২
লাইব্রেরি এ্যাটেনডেন্ট	১	১ (আউটসোর্সিং)	-
অফিস সহায়ক	৮	৭	১
হেলপার	১	-	১
নিরাপত্তা প্রহরী	৯	৯ (২জন আউটসোর্সিং)	-
মালী	১	-	১
পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	২ (১জন আউটসোর্সিং)	-
সর্বমোট	৭৮	৪৫	৩৩

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় দেশের ৯টি জেলায় বইমেলার আয়োজন করা হয়।

একনজরে বিভাগীয়/জেলা বইমেলা ২০২২

সময়কাল	জেলা ও স্থান	অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
১০-১৬ নভেম্বর ২০২২	নোয়াখালী, শিল্পকলা একাডেমি চত্বর	৪১টি
১১-১৮ নভেম্বর ২০২২	দিনাজপুর, শিল্পকলা একাডেমি চত্বর	৩৯টি
১৮-২৫ নভেম্বর ২০২২	কুমিল্লা টাউন হল মাঠ	৫২টি
২৮ নভেম্বর- ৫ ডিসেম্বর ২০২২	বরিশাল, বঙ্গবন্ধু উদ্যান	৪৩টি
২-৮ ডিসেম্বর ২০২২	নাটোর, কানাইখালী মাঠ	২৭টি
৬-১৬ ডিসেম্বর ২০২২	যশোর টাউন হল মাঠ	৫৩টি
১১-১৭ ডিসেম্বর ২০২২	নারায়ণগঞ্জ, টাউন হল মাঠ	৩৩টি
১৬-২৩ ডিসেম্বর ২০২২	ময়মনসিংহ, সার্কিট হাউজ মাঠ	৬৪টি
২৪-৩১ ডিসেম্বর ২০২২	মৌলভীবাজার, জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	৩০টি

যশোর জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নোয়াখালী জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ময়মনসিংহ জেলা বইমেলার উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

মৌলভীবাজার জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নাটোর জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

কুমিল্লা জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নারায়ণগঞ্জ জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে সৃজনশীল বইয়ের পাঠক সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রন্থমনস্ক একটি জাতি তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারের নিকট থেকে ১২৬টি আবেদন পায়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই শেষে আবেদনের ১০০% যাচাই-বাছাইক্রমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা পাঠকদের জন্য পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন ও নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থ সরবরাহ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯২৪টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা গ্রন্থ ও অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% অর্থ। বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ইএফটি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গ্রন্থাগারের একাউন্ট নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থের সমপরিমাণ বই সরবরাহ করা হয়েছে।

পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থ-সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপহার হিসেবে বার্ষিক অনুদানের বাইরে থাকা আগ্রহী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বই সহায়তা প্রদান করে থাকে। এটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএভুক্ত একটি নিয়মিত কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের গ্রন্থসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিদেশে স্থাপিত বাংলাদেশের একাধিক দূতাবাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগ, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের বঙ্গবন্ধু কর্নার, ক্যাডেট কলেজসমূহের গ্রন্থাগার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গ্রন্থাগার এবং জাতীয় প্রেস ক্লাব গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

দিবস উদযাপন ও আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস, জাতীয় দিবস ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট আট (০৮)টি আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবসে বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস উপলক্ষ্যে 'গ্রন্থপ্রেমী মা সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত মা ও তাঁদের সন্তানেরা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন: স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এক বিশেষ পাঠ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাঠ কার্যক্রমে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ৮ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির তিনশ' পাঠক-শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং আরও সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ১৫ জন শিক্ষার্থী প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক সরাফ আহমেদ রচিত '১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড: প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার দুঃসহ দিন' গ্রন্থটির ওপর পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

প্রতিটি গ্রন্থাগার প্রাথমিকভাবে ৩ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তালিকা প্রেরণ করে। এভাবে ২০টি গ্রন্থাগার হতে প্রাপ্ত ৬০ জন শিক্ষার্থীর পাঠ প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন অনুষ্ঠান গত ৭ ও ৮ আগস্ট ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবুল মনসুর প্রধান অতিথি এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব অসীম কুমার দে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিচারকমন্ডলী। তার মধ্যে ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, কবি ও সাংবাদিক অধ্যাপক মাসুদুজ্জামান, বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রূপা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

বিচারকমন্ডলীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেরা ২০ জন পাঠক-শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। গত ১৭ আগস্ট ২০২২ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে সনদপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচিত বইয়ের লেখক ও সাংবাদিক সরাফ আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

উল্লেখ্য, সেরা পাঠক-শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পুরস্কার হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যমানের বই এবং পাঁচ হাজার টাকা মূল্যমানের চেক প্রদান করা হয়। এছাড়া পাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে সনদপত্র ও গ্রন্থ উপহার দেয়া হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঠকের হাতে সনদ ও পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর সারাদেশের তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে গত ২৪-২৭ অক্টোবর ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মো. আবুল মনসুর।

২৭ ডিসেম্বর ২০২২ সনদপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। এই প্রশিক্ষণে ৬২ জন গ্রন্থাগার প্রতিনিধি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ: বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৫তম ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা, লন্ডন বাংলা বইমেলা এবং ৪০তম আগরতলা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

লন্ডন আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন স্টল

আগরতলা বইমেলায়
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন
করছেন
ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক
ড. মানিক সাহা

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম :

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৪টি প্রশাসনিক বিভাগের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ) ৩৬টি জেলায় অবস্থিত ১৪৪টি গ্রন্থাগারের ওপর (প্রতি জেলা থেকে ৪টি করে) একটি প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ পরিচালিত হয়। এছাড়াও আয়োজিত হয় দু'টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। গ্রন্থাগারের পাঠক/ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য পৃথক দুটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে ৭১৭ জন পাঠক/ব্যবহারকারী ও ১৪৪ জন গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়। গ্রন্থাগারসমূহের সেবাদানের বর্তমান ধরন, পাঠক-সন্তুষ্টির পরিমাণ, গ্রন্থাগারের শক্তি-দুর্বলতা, সেবার মানোন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে পাঠকদের চাহিদা ও মতামত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গ্রন্থাগার কার্যক্রমের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরও জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে (এক থেকে দুই বছরের মধ্যে) বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত ছয়টি সুপারিশ হচ্ছে: গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন সরবরাহ), গ্রন্থাগার সামগ্রীর সুষ্ঠু সংগঠন, পাঠচক্রসহ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক কর্মসূচি জোরদার করা, অনুদানের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় গ্রন্থাগারসমূহের কার্যকর সংযোগ বৃদ্ধি ও নিয়মিত মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রন্থাগারসমূহের সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্যও প্রদত্ত হয়েছে ১৩টি সুপারিশ।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অংশীজন ও গণমাধ্যমকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে গত ৫ জুন ২০২৩ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সভাকক্ষে 'গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মফিদুল হক। সভায় গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ ও সুপারিশ উপস্থাপন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র টুঙ্গিপাড়াসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন/অংশগ্রহণ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৭-১৯ মার্চ ২০২৩ টুঙ্গিপাড়ায় জেলা প্রশাসন আয়োজিত বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক তিনশতাধিক নির্বাচিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টল পরিদর্শন করেন। এছাড়া ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অংশগ্রহণ করে।

টুঙ্গিপাড়ায় আয়োজিত বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক নির্বাচিত তিনশতাধিক গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়।

অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম আয়োজন করে। এর মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় নগেন্দ্র নারায়ণ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগের গাজীপুরে অবস্থিত রাণী বিলাসমণি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভোলার চরফ্যাসনে অবস্থিত নীলিমা জ্যাকব ডিগ্রী কলেজ। গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'শ শিক্ষার্থীকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করতে দেওয়া হয়। পরে সংক্ষিপ্ত পাঠ-উত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সেরা ১০ থেকে ২০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

মহিলা কলেজ, চট্টগ্রামের পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরর সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

ভোলার চরফ্যাসনে নীলিমা জ্যাকব কলেজের পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

গাজীপুরের রাণী বিলামসণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ও বই বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন/উদযাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থানীয় বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে সম্পৃক্ত করে ৮জন বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম/মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কবি নজরুল ইসলাম, জাহানারা ইমাম, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং কবি সুফিয়া কামাল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্থানীয় বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তির সাহিত্যকর্মের ওপর গ্রন্থপাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' র জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে 'লালসালু' উপন্যাস পাঠ প্রতিক্রিয়ার সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে বইবন্ধু শেখ হাসিনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট কবি কামাল চৌধুরী

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে আয়োজিত 'রোকেয়ার স্বপ্ন ও বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণে ঝালকাঠির জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

কবি সুফিয়া কামাল স্মরণে ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়ার সীমান্ত গ্রন্থাগার চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণে আয়োজিত 'তবু মাথা নোয়াবার নয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে আয়োজিত 'অগ্নিবীণার শতবর্ষ: বঙ্গবন্ধুর চেতনার শানিত রূপ' শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে আয়োজিত ' আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ত্রৈমাসিক 'বই' পত্রিকা প্রকাশ: দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই'। গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত 'বই' প্রকাশিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পত্রিকাটির চার (৪)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

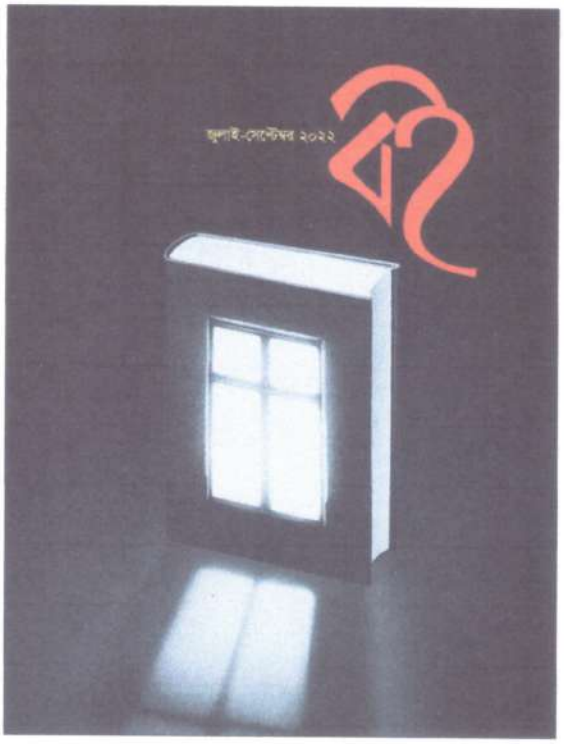

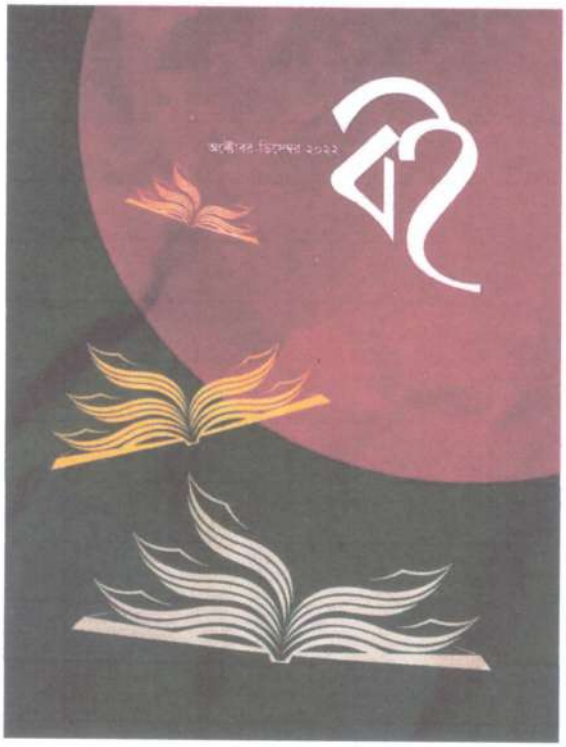

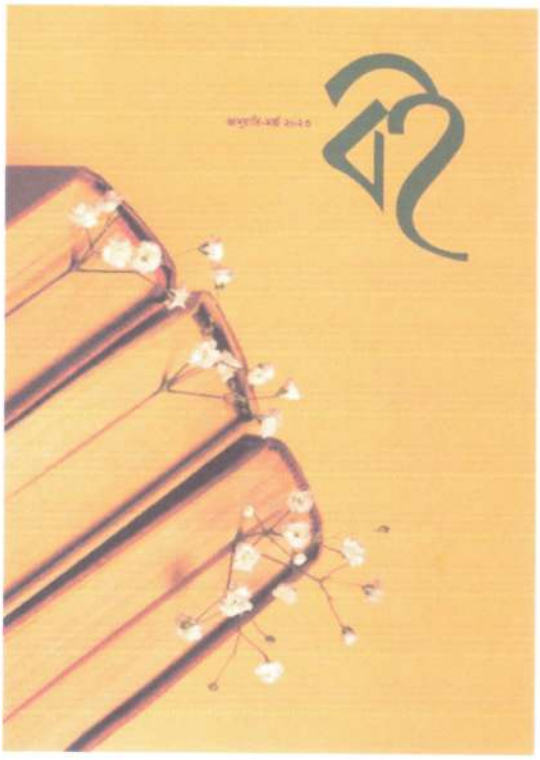

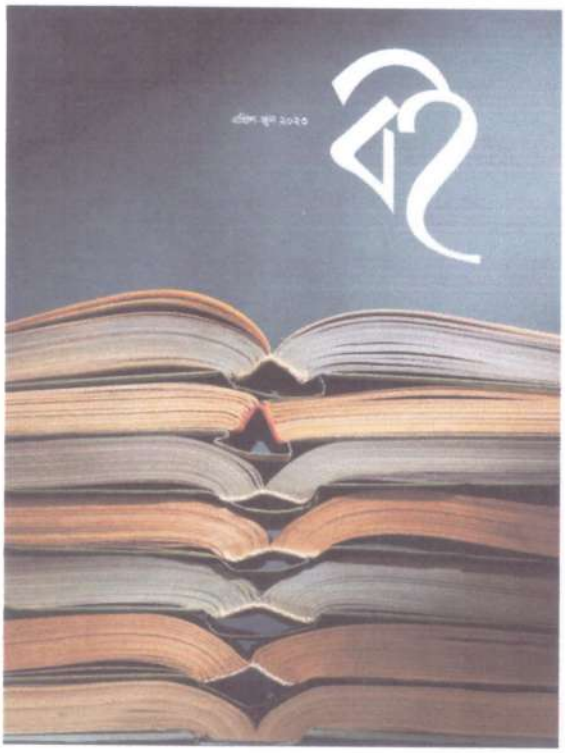

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, সেবা সহজিকরণ, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা ও ছুটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীগ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা:

- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে ৮টি বইমেলার আয়োজন;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুব সমাজকে গ্রন্থাগারমুখী করার লক্ষ্যে ৮৩০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- গ্রন্থাগার/গ্রন্থ বিষয়ক ১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ;
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১২০ জন গ্রন্থাগারিক/প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে-বিদেশে মোট ৮টি সভা/সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন;
- গ্রন্থাগারে ৬৫০০ জন পাঠককে সেবা প্রদান;
- ৪টি সাময়িকী (বই পত্রিকা) প্রকাশ;
- অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৭২ হাজার কপি বই সরবরাহ;
- দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের ৮০% নিষ্পত্তি এবং
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১০টি আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান।

(মিনার মনসুর)
পরিচালক